imitate the minios of different nation। আবার ‘বঙ্গদূত’ কাগজে পাই– ‘মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুরের দুই বাটিতে নবমীর রাত্রে শ্রীশ্রীযুত গভর্নর জেনারেল লর্ড বেন্টিঙ্ক বাহাদুর ও প্রধান সেনাপতি শ্রীশ্রীযুত লর্ড কাম্বরমির ও প্রধান প্রধান সাহেব লোক আগমন করিয়াছিলেন।’ ১৮১৯ সালের ‘ক্যালকাটা জার্নাল’-এ খবর পুজো আসছে। মহারাজ রামচন্দ্র রায় এবং রোস্টম ডস্‌ মল্লিকের বন্ধুরা– ‘may indulge in an anticipation of the highest gratification from the amongments which these gentlemen have respectively made to render their mansions the scene joeund festivity and vasised amusements।’ এই প্রেসিডেন্সিতে ইতোপূর্বে কেউ কখনো দেখেনি এমন সব সুগায়িকাদের বিপুল অর্থব্যয়ে আনা হচ্ছে। নিকি নাচবে, পূর্বদেশীয় আর একটি ‘লিয়াস’ আসছে। সে মনোহারিণী নুরবকস... ইত্যাদি। পুজোর পরে রিপোর্ট বের হলো। এবার রিভিউর পালা। ‘ক্যালকাটা গেজেটে’ খবর– আমরা শুধু এটুকুই বলবো যে– ‘Their endemour to Please kempt pace with their intentions’, যে ঘরগুলোতে ইউরোপিয়ানদের অর্ভ্যথনা করা হয়েছিলো সেগুলো সত্যিই ‘সুপার্বলি ডেকেরেটেড’ প্রাচ্যের জাঁকজমকের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ইউরোপিয়ান রুচি ইত্যাদি। আর নাচ? রামচন্দ্রের বাড়িতে যেমন নিকি নেচেছে, তেমনি রূপচাঁদ রায়ের বাড়িতে নেচেছে বুনু। জনৈকা কাশ্মীরি সুন্দরী।

শ্রীমতী ফ্যানি পার্কস তার ‘ভ্রমণ বৃত্তান্ত’ অংশে ১৮২৩ সালের দুর্গোৎসব প্রসঙ্গে লেখেন– ‘সেদিন দুর্গাপূজা দেখতে গিয়েছিলেন একজন বণিক বাঙালিবাবুর বাড়ি। ‘দুর্গা’ নামে হিন্দুদের যে দেবী আছেন তারই ‘অনারে’ এই উৎসব হয়, বাবুর চারমহলা বাড়ি, মধ্যিখানে বিরাট উঠোন। সেই উঠোনের একপাশে উঁচু মঞ্চের উপর দেবী দুর্গার সিংহাসন পাতা। ...পুজো মণ্ডপের পাশের একটি বড় ঘরে নানা রকমের উপাদেয় সব খাদ্যদ্রব্য প্রচুর পরিমাণে সাজানো ছিলো। সবই বাবুর ইউরোপীয় অতিথিদের জন্য বিদেশি পরিবেশক ‘মেসার্স গান্টার অ্যান্ড হুপার’ সরবরাহ করেছিলো। খাদ্যের সঙ্গে বরফ ও ফরাসি মদও ছিলো প্রচুর। মণ্ডপের অন্যদিকে বড় একটা হলঘরে সুন্দরী সব পশ্চিমা বাইজিদের নাচগান হচ্ছিলো এবং ইউরোপীয় ও এদেশি ভদ্রলোকেরা সোফায় হেলান দিয়ে চেয়ারে বসে সুরা সহযোগে সেই দৃশ্য উপভোগ করছিলেন। বাইরেও বহু সাধারণ লোকের ভিড় হয়েছিলো বাইজিদের গান শোনার জন্য। দুর্গাপূজার কয়েকদিন আগে বাড়ির সরকার মহাশয়রা ছুটি নিয়ে দেশঘরে চলে যান। আর ধনী বাঙালিবাবুরা পূজার সময় যে পরিমাণ অর্থব্যয় করেন তার হিসেব নেই।’

১৮২৬ সালের ‘গভর্মেন্ট গেজেটে’ আছে– ‘গোপীমোহন দেবের বাড়িতে নাচবার জন্য সুদূর ব্রহ্মদেশ থেকে একদল সুন্দরী ও সুগায়িকা নর্তকী আনা হয়েছে। তবে আস্তে আস্তে সাহেবদের দুর্গোৎসবে অংশগ্রহণ নিয়ে নানান সমস্যা দেখা দেয়। ফলে দুর্গোৎসবের সেই সমারোহে ভাটা পড়ে। ১৮২৯ সালে খবরে প্রকাশ– পূর্বে এই দুর্গোৎসবে যেরূপ সমারোহ, নৃত্যগীতাদি এক্ষণে বৎসরে ২ ক্রমে ওই সমারোহ ইত্যাদির হ্রাস হইয়া আসিতেছে। এই বৎসর দুর্গোৎসবে নৃত্যগীতাদির যে প্রচার সমারোহ হইয়াছে ইহার পূর্বে ইহার পাঁচগুণ ঘটা হইত এমত আমাদের স্মরণে আইসে।’ ১৮২৯ সালের ১৭ অক্টোবর ‘সমাচার দর্পণ’-এ পাই ‘রাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রথমত এই উৎসবে বড় জাঁকজমক করেন এবং তাঁহার ওই ব্যাপার দেখিয়ে ক্রমে ক্রমে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের আমলে যাহারা ধর্মশালী হইলেন তাঁহারা আপনারদের দেশাধিপতির সক্ষমে ধনসম্পত্তি দর্শাইতে পূর্বমত ভীত না হওয়াতে তদ্দৃষ্টে এই সকল ব্যাপারে অধিক টাকা ব্যয় করিতেছেন’– আসলে সাহেবদের নেটিভদের পুজোয় বা আনন্দ ভোজে যোগ দেয়া একটা শিষ্টাচারের মধ্যে ছিলো। কোম্পানি তখন হিন্দুদের মন্দির তদারকি করতো, ভক্তদের প্রণামী সংগ্রহ করতো। প্রতিদিন ঠিকমতো পূজা বা ধুনো দেয়া হচ্ছে কি-না সাহেব কর্মচারীদের কর্তব্য ছিলো সে সব খবরদারি করা।

১৮৩২ সালে দুর্গোৎসবের জাঁকজমক আরও কমে আসে। ‘সমাচার চন্দ্রিকা’-তে প্রকাশ– ‘শ্রীশ্রীপূজার সময় যে প্রকার ঘটা কলিকাতায় হইত এক্ষণে তাহার ন্যূন হইয়াছে, কেননা গোপীমোহন ঠাকুর ও মহারাজা সুখময় রায় বাহাদুর ও বাবু নিমাইচরণ মল্লিক প্রভৃতির বাটীর সম্মুখে রাস্তায় প্রায় পূজার তিন রাত্রিতে পদব্রজে লোকের গমনাগমন ভার ছিল যেহেতুক ইংরেজ প্রভৃতির লোকের শকটাদিরও যানবাহনের বহুল বাহুল্যে পথ রোধ হইত।’ ১৮৩৩ সালের ২ নভেম্বর ‘সমাচার চন্দ্রিকা’-তে পাই– ‘যবনাটিকার কালে পশ্চিম অঞ্চলে অল্প হইল এ প্রদেশে বহুতর হিন্দু জমিদার আর রাজাই বা কহ ইহারা থাকতে উক্ত কর্মলোপ হয় নাই। বিশেষ নদীয়া, নাটোর, বর্ধমান এই তিন-চারিজনের রাজ্যের অধিকারে প্রায় বঙ্গদেশে বিভক্ত ইহারদিগের অধিকারের মধ্যে যে ব্যক্তিত্ব কিঞ্চিৎ সংস্থান হইতো তিনি পূজা না করিলে রাজারা তাঁহার দিগকে ডাকাই আজ্ঞা দিতেন পূজা অবশ্যই করিবা।’

আস্তে আস্তে দুর্গোৎসবে সাহেবদের আসা প্রায় বন্ধ হয়ে গেলো। হিন্দুদের উৎসবে খ্রিষ্টানদের যোগ দেয়া সঙ্গত কি-না, কলকাতার ইংরেজদের মধ্যে এ নিয়ে বিতর্ক প্রথম থেকেই চলছিলো। এই সময় আরও বেড়ে যায়। ১৮৩৩ সালে কোম্পানি ঘোষণা করলো– হিন্দুদের মন্দিরাদি থেকে সরকারিভাবে হাত উঠিয়ে নিচ্ছে তারা। ১৮৩৭ সালে বন্ধ হয়ে গেলো হিন্দুদের উৎসবে তোপ দাগা। ১৮৪০ সালে বিখ্যাত দশ নম্বরি আইন এলো। সেই আইন হলো– নেটিভরা প্রজা, আমরা রাজা, তাঁদের ধর্ম তাদের, আমাদের ধর্ম আমাদের। ❑

তথ্য সহায়তা

* কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত : বিনয় ঘোষ (১ম খণ্ড)
* কলকাতা : শ্রীপান্থ কলিকাতার কথা : রায়বাহাদুর প্রমথনাথ মল্লিক
* কলকাতা বিচিত্রা : রাধারমণ রায়।

BANGLADESH CANADA HINDU CULTURAL SOCIETY & BANGLADESH CANADA HINDU MANDIR

16 Dohme Avenue, East York, Ontario M4B 1Y9, Canada
Phone: (416) 693-4444, E-mail: info@hindumondir.org

Puja/Broto List for Bangla 1426

Puja/Broto	Date (English)	Day	Date (Bengali)
Ganesh Puja	April 15, 2019	Monday	১ বৈশাখ, ১৪২৬
Shani Puja & Satya Narayan Puja	June 15, 2019	Saturday	৩১ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৬
Udoy-Osto Harinam Kirton	June 30, 2019	Sunday	১৪ আষাঢ়, ১৪২৬
Jagannath Dev's Roth Jatra	July 4, 2019	Thursday	১৮ আষাঢ়, ১৪২৬
Janmashtami (Birth Tithi of Lord Krishna)	August 23, 2019	Friday	৫ ভাদ্র, ১৪২৬
Bishwakarma Puja	September 18, 2019	Wednesday	৩১ ভাদ্র, ১৪২৬
Pitri Torpon	September 22, 2019	Sunday	৪ আশ্বিন, ১৪২৬
Durga Puja – Mohaloya	September 28, 2019	Saturday	১০ আশ্বিন, ১৪২৬
Durga Puja – Shosti, Bodhon & Odhibas	October 3, 2019	Thursday	১৫ আশ্বিন, ১৪২৬
Durga Puja – Soptomi	October 4, 2019	Friday	১৬ আশ্বিন, ১৪২৬
Durga Puja – Oshtomi	October 5, 2019	Saturday	১৭ আশ্বিন, ১৪২৬
Durga Puja – Nobomi & Sondhi Puja	October 6, 2019	Sunday	১৮ আশ্বিন, ১৪২৬
Durga Puja – Bijoya Doshomi	October 7, 2019	Monday	১৯ আশ্বিন, ১৪২৬
Kojagori Laxmi Puja	October 12, 2019	Saturday	২৪ আশ্বিন, ১৪২৬
Shyama (Kali) Puja	October 27, 2019	Sunday	৯ কার্তিক, ১৪২৬
Jogodhatri Puja	November 5, 2019	Tuesday	১৮ কার্তিক, ১৪২৬
Rasleela of Lord Krishna	November 11, 2019	Monday	২৪ কার্তিক, ১৪২৬
Mokor Sonkranti / Poush Parbon	January 15, 2020	Wednesday	২৯ পৌষ, ১৪২৬
Saraswati Puja	January 29, 2020	Wednesday	১৪ মাঘ, ১৪২৬
Shiva Ratri Broto	February 21, 2020	Friday	৮ ফাল্গুন, ১৪২৬
Doljatra & Gour Purnima	March 8, 2020	Sunday	২৪ ফাল্গুন, ১৪২৬
Basanti Oshtomi	April 1, 2020	Wednesday	১৮ চৈত্র, ১৪২৬
Ram Nobomi	April 2, 2020	Thursday	১৯ চৈত্র, ১৪২৬
Chaitra Sonkranti	April 13, 2020	Monday	৩০ চৈত্র, ১৪২৬

Sree Sree Baba Lokenath Brohmochary Puja List for Bangla 1426

Tirodhan Dibos	June 3, 2019	Monday	১৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৬
Prodeep Utsob	November 9, 2019	Saturday	২২ কার্তিক, ১৪২৬
Paduka Utsob	February 25, 2020	Tuesday	১২ ফাল্গুন, ১৪২৬

কবিতাঙ্গন

পিতৃঋণ

পিংকি চৌধুরী

নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে খোকা এখন, মস্ত বড় অফিসার,
তাইতো খোকা নিয়ে এল পিতৃঋণ মেটানোর দাবিদার।

জানো বাবা, তোমার বেতনের দশ গুণ আমার মাসিক আয়,
তিন বছরে শোধ করতে পারি, তোমার সমস্ত ব্যয়।

পিতৃঋণ শোধ করা একি আর কঠিন কাজ,
কখন তুমি বুঝে নিতে চাও, আমায় বল আজ।

পিতা (হেসে) বলে, পিতৃঋণ শোধে আছ, তুমি অনেক মগ্ন,
দু'জনে মিলে চল হাঁটি শোনাই তোমায় এক গপ্প।

পাঁচ হাজার টাকা মাইনে যখন, বয়স তোমার চার,
তোমার খেলনার শখ মেটাতে, মুখ করিনি ভার।

স্কুলে যখন ভর্তি হলে, খরচ গেল বেড়ে,
নিজেদের শখ সব বিসর্জন দেয়, পরিকল্পনা করে।

কঠিন ব্যামো বাঁধে তোমার, দশ বছর বয়স,
ভিটে-মাটি সব বন্ধক রাখি, মনে রেখে সাহস।

কলেজের ফি জমা দিয়ে যখন, সংসার যাচ্ছে চলে,
তোমার মায়ের ঔষধ খরচ, পকেটে পড়ল ঝুলে।

ঔষধ খরচ মেটাতে গিয়ে, করলাম ওভারটাইম,
শখের কেনা জুতো জোড়া দেয়, পায়ে হাঁটার দাম।

তিন বছরের পুরোনো জুতো, টিকবে আরও বারো মাস,
দামি হ্যান্ডসেট কিনে দিয়ে, পূরণ করি তোমার আঁশ।

সেই বছরের পুজোয় তোমার, মাকে দিতে পারিনি শাড়ি,
পাওনাদারের শোধ মেটাইনি বলে, ছেড়েছি নিজের বাড়ি।

পূরণ করেছি তোমার সব, রঙিন স্বপ্নের ঢালা,
ল্যাপটপ, মোটরসাইকেল কিনতে গিয়ে, বিক্রি করেছি মায়ের বালা।

তোমার মায়ের শেষ যাত্রায়, পাশে ছিলে না তুমি,
উচ্চতর ডিগ্রি নিতে বিদেশ পাঠিয়ে, সর্বস্ব হারিয়েছি আমি।

তোমার স্বপ্ন গড়েছি আমি, ভেঙ্গে নিজের স্বপ্ন,
ছেলের কাঁধে শ্মশানে যাওয়ার, চিন্তায় থাকি মগ্ন।

শব যাত্রায় আমার দেহখানি, কাঁধে নিও তুমি,
পিতৃঋণ মেটানোর সামান্য সুযোগ ছাড়বে না তুমি জানি ৷৷

কে লইবে মোর কার্য?

অমিত কুমার মুখোপাধ্যায়

মলিন আলোক সাঁঝে
সূর্য যাবে অস্তাচলে
তারি আয়োজন।
তারারা হতেছে জড়ো
একে একে আসিতেছে
যত গ্রহগণ।

মলয় বহিছে ধীরে
স্তিমিত জোয়ার নীরে
শান্ত নদীনদ।
প্রাণীকুল নতজানু
বৃক্ষ সব রহে স্থানু
যেন কী বিপদ।

পল্লীবালারা কাঁখে
জলভরা কলসীরে
করে আলিঙ্গন।
ফিরিছে কুলায় যত
বিহগেরা নীড়চ্যুত
সারি আলাপন।

উঠানেতে নববধূ
তুলসীতলায় আসি
শঙ্খে দেয় ফুঁ।
পরি লালপেড়ে শাড়ি
পিদিম জ্বালায়ে মাতা
দিতেছেন উলু।

বলে সবে রবিদেব
সাঙ্গ হইল আজি
মোর কার্যকাল।
আবার আসিব আমি
নূতন দিবসে বহি
হইবে সকাল।

বলো সবে এইক্ষণে
কে বহিবে ধ্বজা মোর
রাতের আঁধারে।
নিশার আঁধার ভেদি
জ্যোতির বারতা বহি
কে আনিতে পারে?

জানো আজি অমানিশা
শশধর উদিবেনা
অন্ধকার ঘোর।
প্রাণীগণ বুঝি মরে
জ্যোৎস্নার হাহাকারে
কাঁদিবে চকোর।

সকলেই করি চুপ
এ চাহিছে ওর পানে
মুখে নাহি কথা।
ভাবিছেন দিবাকর
কার মুখে শোনা যায়
আশ্বাস বারতা?

লক্ষকোটি সংখ্যার
তারকারা হতবাক
গ্রহেরা নীরব।
কোনো দিকে নাই সাড়া
যেন কারো নাই তাড়া
মুখে নাই রব।

আশাহত ভানুদেব
বিতরিয়া দীর্ঘশ্বাস
কহেন সবারে।
বেশি তো সময় নয়
যার যতটুকু হয়
তা করিতে পারে।

তবু সবে রহে চুপ
যেন প্রস্তরের স্তূপ
শঙ্কার কারণ।
এত তেজ আছে কার?
এত ঘোর অন্ধকার
করে নিবারণ?

প্রদীপটি গৃহকোণে
জ্বলছিল আনমনে
সে কহিল "প্রভু,
অতি ক্ষুদ্র তুচ্ছ আমি
এত বড় দায়ভার
নিই নাই কভু।

তবু জানি ধরাতলে
জুড়ি বিন্দু বিন্দু জলে
রচে যে সাগর।
তুমি আলো মোরে দেছ
রবে সাথে ঘুচাইতে
তমসার ঘোর।

শিরোধার্য আজ্ঞা তব
যা আমার সাধ্যমত
পালিব আদেশ।"
শুনিয়া নির্বাক সবে
কারো কাটিছেনা ঘোর
বিস্ময়ের রেশ।

কহে শান্ত প্রভাকর
আলিঙ্গিয়া প্রদীপেরে
"হে মোর বাহক,
লহ মোর উত্তরীয়
তুমি আজ, মহারাজ
তব জয় হোক।"

কবিতাঙ্গন

গুরু পূর্ণিমার কাস্তে চাঁদ বয়ে আনে স্বপ্নস্মৃতির পরশ

প্রভুবন্ধু দাস

রাত শেষ প্রহরে কাস্তে চাঁদের
ক্ষীণ-মধুর আলোর পরশে
ঘুমন্ত পশ্চিমী রূপনগরী টরোন্টোতে
সদ্যবিদায়ী গুরুপূর্ণিমা রাতে
কৃষ্ণমন্দির থেকে অনেক দূরে
মঙ্গলারতি সময়ের সন্ধিক্ষণে
কাঁচের জানালা দিয়ে ঢোকা চাঁদের আলো স্পর্শে
পুলকিত হয়ে ওঠে প্রাণ ক্ষণেকের বিস্তারে।

মনে পড়ে ফরিদপুর শ্রীঅঙ্গন মন্দির সম্মুখে
যশোর রোড হাইওয়ের দীর্ঘ বিস্তারে
অন্ধকারে প্রথম ভোরে মৃদুমন্দ কম্পমান বাতাসে
ছোট্ট এক কুপির আলোয় বিরাজমান
চাটাই দেয়াল, খড়ের ছাদ ও মাটির মেঝে
আর কাঠের টুলে সমাগত
ধুমায়িত চা পানরত আগন্তুক সমাবেশ,
অদূরে দৃশ্যমান চাঁদ জেগে থাকে একমনে
ঘুমাতুর ঢুলু ঢুলু চোখে।

আরও মনে পড়ে ছোট বেলার
হারিয়ে যাওয়া এক অনিন্দ্য স্মৃতি–
তাজমহল প্রাঙ্গণে প্রথম সন্ধ্যায়
পূর্ণিমার আলোয় তাজমহলের অপার্থিব সৌন্দর্যের বিস্তারে।

আজ বিদায়ী গুরুপূর্ণিমা রাতের শেষ প্রহরে,
কাস্তে চাঁদের ক্ষীণ আলোয় নতুন করে ফিরে পাই
হারিয়ে যাওয়া কিছু সুখস্মৃতি নিজের প্রাণের গভীরে।
গুরুপূর্ণিমার চাঁদ ফিরিয়ে আনে
কিছু হারিয়ে যাওয়া শৈশব স্মৃতিও,
বিদেশে চাঁদের আলো
শেষ রাতের ঘুমের বিনিময়ে
তাই লাগে ভালো আজো।

এমনক্ষণেও আরও স্মৃতি জড়ো হয় মনের প্রাঙ্গণে–
জ্যোৎস্নার আলোকে ভেসে যাওয়া
পাতকুয়ো সংলগ্ন বৃত্তাকার অংশে
আকাশমুখী হয়ে শুয়ে থেকে শহরতলির বাড়িতে
ঝিঁঝিঁ পোকার গানের মাঝে
আকাশের তারার দিকে তাকিয়ে
জ্যোৎস্নার স্নান– এমন স্মৃতি ভুলি কেমন করে?
কৈশোরের আঙিনায়
প্রাচীর ঘেরা বাড়ির অঙ্গনে,
আসন্ন সন্ধ্যার তরল অন্ধকার ঘনীভূত হবার প্রাক্কালে
ধুলো ভরা এই পৃথিবীর এক স্বপ্নপুরীর দুয়ারে
পূর্ণিমার পূর্ণ চাঁদ কাস্তে চাঁদে পরিবর্তিত হলে ক্ষতি কি!
রাতের এমনক্ষণের জ্যোৎস্না যে আরও রহস্যময়ী সুন্দরী!

গ্রামের ছবি

পূরবী পাল

সুন্দর পৃথিবী, বিস্ময়ে ভরা–
প্রকৃতির অবদানে প্রস্ফুটিত ধরা ॥
গ্রামে গ্রামে উৎসব, আনন্দিত মন–
খুশির হাসিতে ভরে ওঠে অগনিত মন ॥
পাখির কাকলীভরা চারিদিকে বনময়–
সবুজের সমারোহে ফুলে ফলে ছেয়ে যায়–
নারিকেল গাছের সারি হেথা হোথা ছড়ানো–
ছাড়িনি ঢাকা ঘরবাড়ি
মালায় যেন জড়ানো ॥
কাঁচা পাকা রাস্তায় চলে গরু গাড়ি,
সাইকেল রিক্সাগুলি আসে সারি সারি ॥
মেঠো পথ ধরে সবে চলে নদীতীরে,
আনন্দে সাঁতার কাটে আর জল ছোড়াছুড়ি করে ॥
সবুজ ঘাসে ঢাকা পথঘাট মখমলেরই মত–
গাছের ছায়ায় বিরাম নেয়
পথিক শত শত ॥

দিনের সূর্যের আলো ও প্রদীপ্ত উজ্জ্বল তারকা যত,
রাত্রে চাঁদের আলো, মধুময় কুহকের মত ॥
শান্ত ধীর, নিরবতা, মনে আনে
গভীর প্রসন্নতা–
মহা শিল্পীর আঁকা ছবির মতই
অলৌকিক এক বাস্তবতা ॥

প্রকৃতির অমোঘ বিধানে
নির্মম সত্যকে বরণ করে
যাঁরা চলে গেছেন অজানা স্থানে
যাঁদের স্মৃতি ও কীর্তি
আমাদের অনুভূতিকে আজও
স্পন্দন জাগায়
তাঁদের স্মরণে।

বাংলাদেশ কানাডা হিন্দু কালচারাল সোসাইটি ও
বাংলাদেশ কানাডা হিন্দু মন্দির
টরেন্টো

Bansaree Indian Restaurant

শারদীয় শুভেচ্ছা

বাঁশরী

ইন্ডিয়ান রেষ্টুরেন্ট

Bhanu Chowdhury

Tel: 905-684-3411

Saturday Lunch	$12.95 + tax
Lunch Special Starting At - (Monday to Friday)	$5.95
Sunday Brunch	$14.95 + tax
Take out 10% off and Delivery on Orders over	$50 + tax
Student & Senior Discount	10%
Free Delivery on order (at St. Catharines)	$50 + tax

www.bansareeindian.com
C- 905-380-6637
Take out + Delivery opens

LUNCH : 11:30 - 2:30
DINNER : 5:00 - 9:30 (7 DAYS OPEN)

Bansaree Indian Restaurant
342 St. Paul Street (East) St. Catharines, Ontario
L2R 3N2

Joyanta Banik

DECIDE TODAY, CELEBRATE TOMORROW

হোক জ্ঞানের বোধন
শারদীয়ার প্রীতি
শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

RIGHT AT HOME REALTY INC.

Off: 416-391-3232
Cell: 416-879-7817

email: jbanik@trebnet.com

MEMBERS OF THE TORONTO REAL ESTATE BOARD

Morneau Sobeco Centre II
Fax : 416 391 0319 / 416-615-0063
895 Don Mills Rd, Suite # 202
Toronto, ON M3C 1W3
www.rightathomerealty.com

JOYANTA BANIK
Sales Representative

Cell: 416-879-7817

Ranked among Top 3% RAH salesforce for consecutive years.

C@systemsDTP@gmail.com

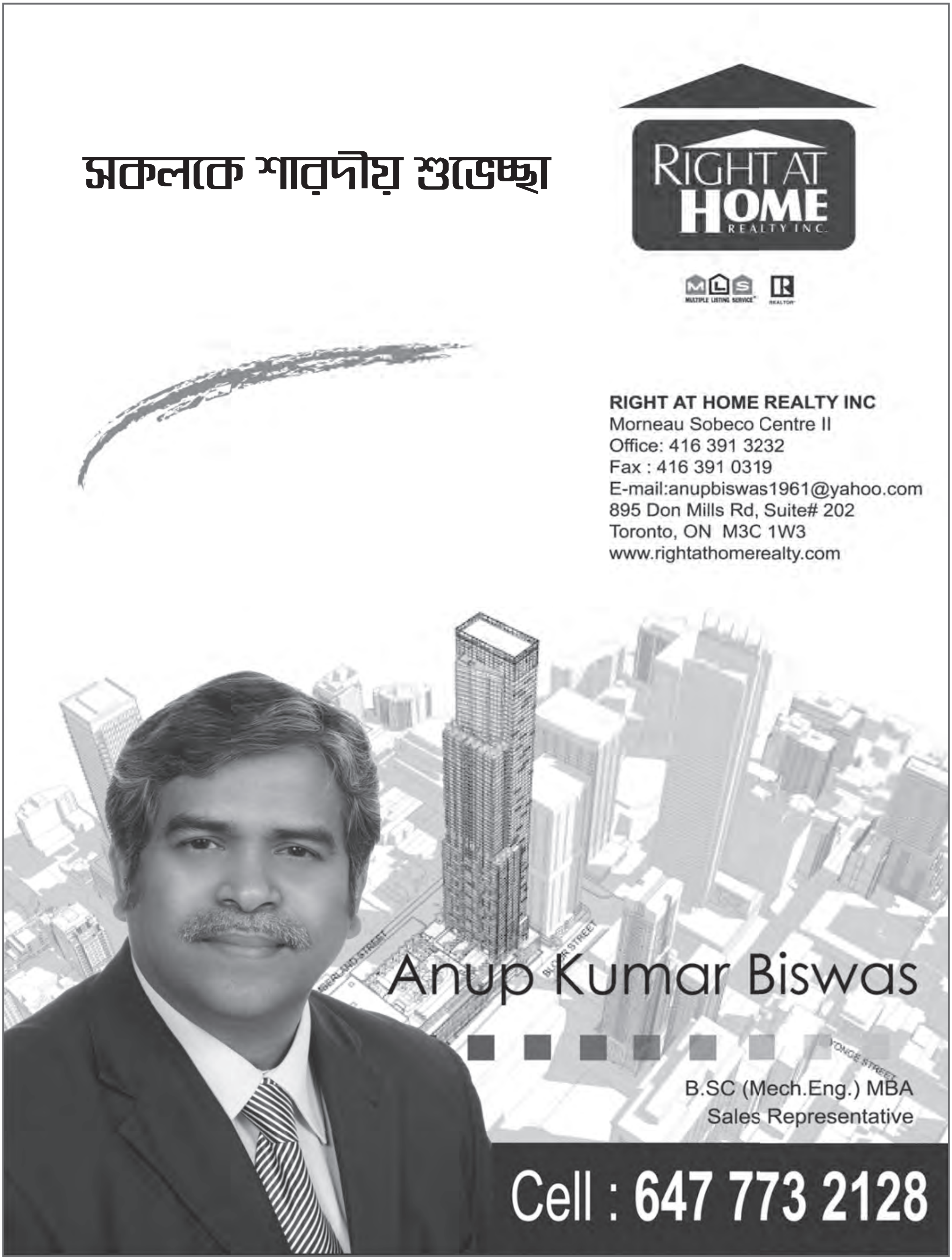
সকলকে শারদীয় শুভেচ্ছা
RIGHT AT HOME
REALTY INC.
RIGHT AT HOME REALTY INC
Morneau Sobeco Centre II
Office: 416 391 3232
Fax : 416 391 0319
E-mail:anupbiswas1961@yahoo.com
895 Don Mills Rd, Suite# 202
Toronto, ON M3C 1W3
www.rightathomerealty.com
Anup Kumar Biswas
B.SC (Mech.Eng.) MBA
Sales Representative
Cell : 647 773 2128

REALTOR® MULTIPLE LISTIND SERVICE MLS

RE/MAX

Chairman's Club Award

Hall of Fame Award

Realtron Rahul Saha Realty Inc. Brokerage

Each Office is independently owned and operated

Rahul Saha, M.Sc. (Elect. Eng.)

Broker of Record

শারদীয়
শুভেচ্ছা

885 Progress Avenue., #209, Toronto, ON M1H 3G3

Cell: 416-832-5835

Office: 416-289-3333

Fax: 416-289-4535

Email: rahulremax@gmail.com

www.rahulsaha.com

3rd Cover Page

উৎসবের আনন্দে দশভূজার আগমনে,
সমৃদ্ধি আসুক সবার ঘরে ঘরে।

শারদীয় শুভেচ্ছা

RE/MAX®

Dipankar Datta (Avi)

CRA, B.Engg
Sales Representative

Cell: 416-786-6269

Remax West Realty Inc. Brokerage

6074 Kingston Road,
Toronto, Ontario M1C 1K5
Office: 416 281 0027
Fax: 416 281 0034
E-mail: avi@classicproperties4u.com
Website: www.classicproperties4u.com

REALTOR® MLS MULTIPLE LISTING SERVICE®

Independently owned and operated

Back Cover Page